যুগান্তর

1 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

গণভবনে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুগান্তর

সমালোচকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন

শিক্ষার মানের মাত্রাটা কী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই— কোনো কিছুই রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। আগে (সমালোচকরা) ভলান্টিয়ার সার্ভিস দিন, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য কিছু করুন, শিক্ষা দিন। তারপর কথা বলুন। প্রধানমন্ত্রী সমালোচকদের কাছে প্রশ্ন রাখেন— শিক্ষার মানের মাত্রাটা আসলে কী?

শেখ হাসিনা শনিবার গণভবনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় উল্লিখিত প্রশ্ন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি একদিনে সব হয়ে যায় না। সেজন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা চাই, সব ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবে, এজন্যই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষার ব্যবস্থা। অথচ এ দুই পরীক্ষা নিয়েও অনেকে কথা বলেন। পিইসি-জেএসসির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-ভীতি কমছে মত দিয়ে তিনি বলেন, এতে করে তাদের মধ্যে সাহস জন্মাচ্ছে। দিন দিন রেজাল্টও ভালো হচ্ছে, পাসের হারও বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

শিক্ষার মানের মাত্রাটা কী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময় ছিল যখন ক্লাস থেকে কিছু ছেলেমেয়ে বেছে তাদের প্রস্তুত করা হতো বৃত্তির জন্য। তাদের ভালো টিফিন দেয়া হতো, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সেটি পেত না। বৃত্তির জন্য শিক্ষকরা যাদের বাছলেন না, তাদের মধ্যেও তো মেধাবী থাকতে পারে। কেউ বৃত্তি পাবে, বাকিরা বঞ্চিত থাকবে— এ পদ্ধতি ঠিক করতেই পঞ্চম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীতে পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সোহরাব হোসেইন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম এবং ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার উল্লেখ করে বলেন, তার সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি জেন্ডার সমতা ?অর্জনেও কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমরা ২৪৩ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছি। এ বছরও ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫ খানা বই প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'জাতীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৭'র মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। রাজধানীর ৩১ স্কুলের ৫ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

সিটিভির ৬ ঘণ্টা সম্প্রচার উদ্বোধন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বেলা সাড়ে ১২টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের (সিটিভি) ৬ ঘণ্টা সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অবাধ তথ্যপ্রবাহ অপরিহার্য। এ কারণেই আমরা তথ্যপ্রবাহের সব মাধ্যমের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর দেড় ঘণ্টা সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের যাত্রা শুরু করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। এখন ২০ বছর পর এসে আবারও বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৬ ঘণ্টা সম্প্রচারের উদ্বোধন করল। ভবিষ্যতে এটি সম্পূর্ণ চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে সব বিভাগীয় শহরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র চালু করা যাবে বলে আশা করছি। এখন থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হবে। উদ্বোধনকালে গণভবনে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক, প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

মেরিন ক্যাডেটদের প্রতি আহ্বান : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির (চট্টগ্রাম) ৫১তম ব্যাচের গ্রাজুয়েশন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদায়ী ক্যাডেটদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ দেখেন এবং সালাম গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা মেরিন ক্যাডেটদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। দেশে-বিদেশে যেখানেই কাজ করবেন দেশপ্রেম হবে আপনাদের মূলমন্ত্র। আজ আপনারা যেসব ক্যাডেট সনদ নিয়ে যাচ্ছেন তারাও দেশের মান-মর্যাদা রক্ষা করে নিজ নিজ কর্মস্থানে এগিয়ে যাবেন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেটাই আমি কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না, যখন কাজে নামবেন এবং বাস্তবধর্মী শিক্ষা লাভ করবেন সে শিক্ষাটাই দেশের কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন এবং দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন।

অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে নৌপরিবহনমন্ত্রী মো. শাজাহান খান এবং মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট সাজিদ হোসেন মেরিন একাডেমি প্রান্ত থেকে বক্তৃতা করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মাধব রায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম ও ইকবাল সোবহান চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।